নতুন-পুরোনো মিলে ১০ চ্যালেঞ্জে দেশের অর্থনীতি

যুগান্তর

বিআইডিএসের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

নতুন-পুরোনো মিলে ১০ চ্যালেঞ্জে দেশের অর্থনীতি

বিনিয়োগের স্থবিরতা কাটানোর বিকল্প নেই

যুগান্তর প্রতিবেদন

০৭ জুন ২০২২, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

স্বাধীনতার পর থেকে অনেক অগ্রগতি হলেও বর্তমানে নতুন ও পুরোনো মিলে দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১০ ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিনিয়োগে স্থবিরতাসহ এগুলো সমাধানে গুরুত্ব না দিলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে না। সেই সঙ্গে শুধু আয়ভিত্তিক দারিদ্র্য হার নিরূপণ না করে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য হার হিসাব করার সময় এসেছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসব বিষয় তুলে ধরা হয়। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান।

‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা : সুবর্ণজয়ন্তীতে ফিরে দেখা’ শীর্ষক বইটি লিখেছেন রুশিদান ইসলাম, রিজওয়ানুল ইসলাম এবং কাজী সাহাবউদ্দিন। বইয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও ড. মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়া বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো কাজী ইকবাল, পিপিআরসি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ, পিআরআইর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর প্রমুখ।

বইটিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়েছে প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর। এগুলো হলো-কৃষিতে উচ্চফলনশীল ধান, শ্রমনিবিড় রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প এবং বিদেশে কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স। এই তিনটিতেই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে শ্রম এবং শ্রমজীবী মানুষ। যদিও এর সঙ্গে প্রযুক্তি এবং উদ্যোক্তদের অবদানও রয়েছে। বর্তমান অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো হলো-দেশজ সঞ্চয় ও বিনিয়োগে স্থবিরতা রয়েছে। বর্তমানে বিনিয়োগের হার ৩১-৩২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০৩১ সালে ৪১ শতাংশ এবং ২০৪১ সালে তা ৪৭ শতাংশে

প্রবৃদ্ধি ৮-৯ শতাংশে উন্নীত করা। প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দরিদ্রতা নির্মূল করা। বৈষম্য কমানো এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার কমতে না দেওয়া। সেই সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জগুলো হলো-করোনা মহামারি ও ইউক্রেন সৃষ্ট নতুন যুদ্ধে সংকট থেকে অর্থনীতিকে বাঁচানো। পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত হতে না দেওয়া। নতুন দরিদ্রদের আবার দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করা। কর্মসংস্থান বাড়ানো। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

ড. বিনায়ক সেন জানান, দেশে নতুন করে ৪৫ লাখ মানুষ দারিদ্র্য হয়েছে। ঢাকা শহরের ১ হাজার ৮৯১ জন মানুষকে নমুনা বা স্যাম্পল হিসেবে ধরে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে বিআইডিএস। এর প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে করোনা মহামারির আগে রাজধানীতে দারিদ্র্য হার ছিল ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। বর্তমানে সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৮ শতাংশে। এর মধ্যে সাড়ে ৬ শতাংশের ওপরে দারিদ্র্য হার বেড়েছে। কিন্তু আশার কথা হলো করোনাকালীন যখন প্রথম লকডাউন দেওয়া হয় তখন রাজধানীতে নগর দারিদ্র্য বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ শতাংশে। করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট যখন এলো তখন সেটি কিছুটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশে। এছাড়া অমিক্রনের সময় এই হার আরও কমে গিয়ে হয়েছিল ২১ শতাংশ। বর্তমানে সেটি কমে হয়েছে ১৬ দশমিক ০৮ শতাংশ। নগর দারিদ্র্য হার বেয়ারা রকমের বাড়েনি। যা বেড়েছিল তা কমতির দিকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমএ মান্নান বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি টেকসই করতে হলে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই অগ্রগতি ধরে রাখতে কাজ করার বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. মসিউর রহমান বলেন, বিনিয়োগ যতটা হতাশাজনক বলা হয় পরিস্থিতি ততটা হতাশাজনক নয়। চীনের তুলনায় একটু কম হলেও অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় স্বস্তিদায়ক অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে মূলত ক্যাপিটাল ইনপুট বৃদ্ধির কারণে। তবে কৃষি খাতে মৌসুমি শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে। ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, করোনার কারণে দেশে যে নতুন দারিদ্র্য বেড়েছে সেটি ঠিক। যা বিআইডিএসের জরিপেও উঠে এসেছে। এটা আমরাও বলে আসছি। এখন এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে যেখানে নিয়মের কোনো প্রয়োজন নেই। যেভাবেই হোক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে। এরই ফল হিসাবে উদাহরণ হচ্ছে আজকে সীতাকুণ্ডে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। এ দেশের উন্নয়ন হচ্ছে চুইয়ে পড়ার অর্থনীতি। অর্থাৎ ওপর থেকে চুইয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেটুকু পড়বে সেটুকু পাবে গরিবরা। এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শুধু আয়ভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসন করলেই হবে না। বহুমাত্রিক

আয়ভিত্তিক বৈষম্য বেড়েই চলছে। ড. আব্দুল মজিদ বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে। ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, খাদ্য সংক্রান্ত যেসব তথ্য দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সঠিক নয়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমস্যা কোথায় সেটি খুঁজে বের করতে হবে।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২,
ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2022

X